সালতামামি ভাবনা-২০০৫

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মেদ দিদার“ল আলম, বীর প্রতীক

২০০৫ বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশের জন্য ঘটনাবহুল একটি বছর। চলুন কল্পনা করা যাক, বিশ্বের আলোচিত ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশের নেতা নেত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কে কী ভাবছেন। ভাবনার পেক্ষাপট সাল ২০০৫।

খালেদা জিয়া

আল্লাহ জানে পোলাটারে সহি সালামতে গদীনশীন করতে পার“ম নি
একটার পর একটা মুসিবত আইতাছে, আল্লাহ নারাজ হইছে নিশ্চয়
রাজাকার-গো পাপ আমার ওপরে ভর করছে মনে লয়
নিজামিরে তলে তলে এত! তোর দোস্—গো, অবশ্য আমারও সেহলিয়া ছিল এক সময়, ধরতে পারলেই হয়!

তারেক রহমান

মাতাজীর পরে আমিই তো.......... তয় বোমা একটু আউলা ঝাউলা করি দিতাছে বাহে
আম্মু ডালভাতের ওপরে যাইতে পারে নাই, আমি ইনশাল্লাহ গোছ-ভাত খাওয়ামু, বিছমিল্লাহ হের রহিম বলে ভোট দিবেন ভাইয়েরা

শেখ হাসিনা

এ বছর নমিনেশন বানিজ্যটা তেমন জমছিল না। আল্লাহ্, থুরি, শায়েখ হুজুর আর বাংলা ভাই মুখ তুলি চাইছে, এখন খুব জমবে, মাশাল্লাহ ।
বোমা আর একমুখি শিক্ষাই আমারে ক্ষমতা আইন্না দিব মনে লয়, এমন দিনে চুপ থাকা যে বড় কস্ট! চাচারা/ভাইয়েরা আমার মুখ চাপি ধরি রাইখবেন। 'আল্লাহ্ যেন হুজুরদের সহিসালামতে রাখেন' এমন কথা যেন মুখ দিয়া বাহির হইয়া না যায়।

সজীব ওয়াজেদ জয়

আই স্যাল জয় বাংলা একদিন, বাট মাদার টাঙ ইজ মাই প্রবলেম

মহিউদ্দিন চৌধুরি

আঁরা চাঁইটগাইয়া নওজোয়ান, শিনাতে শিনা লাগাই ঠেগাই জোটের তুয়ান।
অনেরা হাগন-মুতন কৌন অসুবিদা নাই, আঁই বেককেরে সার বানাই ফালাইয়ুম

জর্জ বুশ

ও মাই ডারলিং ক্যাটরিনা, আমি না হয় বেহালা বাজাতে বাজাতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই বলে ক্যাটাগরি ফাইভ মাত্রার রাগ!

আমেরিকারে তো কাদায়, ও নো, বালুতে আটকাইয়া ফেলাইলাম; গড গড করে আর টু/থ্রি ইয়ার পার করে দিতে পারলেই বাঁচি

ক্যাটরিনা

আমি আবার আসিব ফিরে, তখন চিনিতে যদি না পার তোমার পিউবিক বুশও থাকিবে না।

টনি ব্লেয়ার

শিয়া সুন্নীরে এখনও জুইতমত ডিভাইড করতে পারলাম না।

কন্ডোলিৎসা রাইস

ব্লাক হায় তো কেয়া হ্যায়, ইনসাইড মে ফেয়ার হ্যায়

মোহাথির মোহাম্মদ

বেকার জীবন আর ভাল্লাগে না, বাংলাদেশ যদি আমারে হায়ার করতো!

জমির উদ্দিন সরকার

চেয়ারখান যদি কেউ লইয়া যায়?

২৪ ঘন্টা চেয়ারে বসি থাকমু

সাইফুর রহমান

আহ্মি কি ফুরাইয়া গেচি!

১৩খান বাজেট দিতাম পার'ম নি!

পোলাল লগে পোলা রাজনীতি করবা, অসুবিধা কী।

সোনীয়া গান্ধী

ইমপোর্টেড গডমাদার

রাহুল গান্ধী
দশ সাল অপেক্ষা কিয়া আওর নেহি।

মনমোহন সিং
কালাম ভাই (রাষ্ট্রপতি কালাম), হামকো অর আপকো মে কোই তফাৎ নেহি হাই।

পারভেজ মোশারফ
হামি বহুত বিপদমে আছি

ইমরান খান
রাজনীতির পীচ বড়ই বাউন্সিং

নজিবুল বাশার মাইজভান্ডারি/পদত্যাগী বিএনপি নেতা
মাইজভান্ডারের বাবা কইছে বইটা জিকির ভালা নয়, নড়ি চড়ি জিকির কর চাইনি পাবলিক রাজি হয়।

বদর“দ্দোজা চৌধুরি
বাপ-পুতের পার্টি করি
সাবাস বাংলাদেশ এর কথা হাসিনারে এখনও ভুলাইতে পারি নাই

ডঃ কামাল হোসেন
আপনেরে দিয়ে আর কিছু হইবার নয়
বয়সকালে কেবল মাল কামাইছেন

ডঃ ইউনুস
আমি বাংলার আদরের ভাই, সুর্য মামার রশ্মি ধরে কৃষকের ঘরে বাতি জ্বালাই
ক্লিনটন ভাই, এবারও তো ফইসকা গেল (নোভেল পুরস্কার)

মাহমুদুর রহমান/জ্বালানি উপদেষ্টা ও বিনোয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান
আকাশ পাতাল ভু-ভারত ছেদিয়া বিনিয়োগ আনিব লুটিয়া

মো হানিফ
মৌলবাদ কি খালেদার একার? আমি আছিনা হাসিনার।

সাবের হোসেন চৌঃ
বেফাঁস কথা আর কত সামলামু
তবে বেয়াদবি হলেও এখন মুখ চাপি ধরণ ছাড়া কোন উপায় নাই

আঃ জলিল
জলিল ভাইয়ের এ বছর কোন চমক নাই?

আলতাফ হোঃ চৌধুরি
আল্লার মাসে (রমজান) আল্লাহ দাম বাড়াইচে, আমার কি করার আচে

নিজামি
আনা পার্টনারে পাওয়ার, আন্দরসে তাকত দেলাইছি

হো মো এরশাদ
বিদিশা আমায় বেদিশা করিলো
রওশন আমায় দখল-অ করিলো
বি/আ জোটে শামিলঅ হইবো

রোকন-উদ-দৌলা
ভেজাল তুমি মহিয়ান, আমারে দানিয়াছ যশ-খ্যাতি-সম্মান
আগামীতে করিবো ইলেকশান

পীরজাদা ফয়সল/আটরসির পীরের ছেলে
আব্বাজীর রশি দিয়া জনগণরে বান্দুম

তসলিমা নাসরিন
নেক্সট শতাব্দীর রোকেয়া
মৌলবাদ তুমি মহান, আমায় দিয়াছ প্রবাসে কত সম্মান

সাবেক জ্বালানি মন্ত্রী মোশারফ হোসেন
নাইকোরে, আমার গদিতে আগুন জ্বালাইলি

লাদেন
কোথায় গিয়া লুকাইলি

আনোয়ার চৌধুরি/ বাংলাদেশে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদুত
থিংক ইন ইংলিশ মাত ইন বাংলা

শফিক রেহমান/যায়যায় দিন
লাভ-এ লাভ বাড়বে নিশ্চয়ই

ড ওসমান ফারুক/শিক্ষা মন্ত্রী
আমার এক মুখ, শিক্ষার বহুমুখ হয় কি করে!
একমুখি শিক্ষাই আমারে বহুমুখি শিক্ষা দিয়াই ছাইরবো মনে হয়

সাকা চৌধুরি
ইবার লেক্যুম এক্কান কওমি সঙ্গীত

এহসানুল হক মিলন
কাজ নাই তো কী হইছে, নকল বন্ধ করছি না?

বাবর
বাবর আমার নাম, আমি থাকতে সন্ন্যাসী তোর এই দেশে কি কাম
এই হুঙ্কারে হুজুরেরা বড় নারাজ হইছে মনে লয়

মান্নান ভুঁয়া
ওরা সিটি গবমেন্ট চায়!

মেয়রস

লীডারেরা মুক্তি যুদ্ধের সময় বন্দী ছিল তাই মেয়রের স্বাধীনতা বোঝে না

মীর নাসির

হাজি নিয়ে ফাইজলামি আল্লাহ সইলেও লীডার সয় না

বিচারপতি ফায়েজী

আমি কত শক্তিমান

ওসি রফিক

কেইস ইজ দ্যা মার্ডার, ফ্রেইম হেজ নট বীন চার্জড

বাংলা ভাই

কোথাও নাই

শায়েখ আবদুর রহমান

আউট সোর্সিং এক্সপার্ট
ক্যাচ...ক্যাচ...ক্যাচ, কান্ট ক্যাচ
বোমা ফাটাইতে কত সুখ, সবাই এখন আমারে ডরায়; আরও ডরামু, ডরাইতে ডরাইতে মুতাইয়া ফেলামু; হা...হা...

মুফতি হান্নান

আল্লার কসম সত্যি কৈতাছি।

আশরাফুল

আর একবার ফোটাও শতফুল, বাবা

বাশার

বাণী-এ আশার

রফিক

কালো মানিক
আই এম অলরাউন্ডার

হোয়াটমোর
জিতেছি ভারত-পাকিস্—ান-জিম্বাবুই-অষ্ট্রেলিয়া, হোয়াট মোর?

সৌরভ গাঙ্গুলি
আবার আসিব ফিরে, বাংলা আছে আমার সাথে

টেন্ডুলকার
আহা কি আনন্দ আকাশে-বাতাসে-কৃকেটে

জেমস
মনে বড় দুঃখরে ভাই, এ বছর আমার কিশোরী ভক্ত নাই

মুক্তিযুদ্ধ
তুমি অম্লান.....অ..ম্লান......ম্লান..........ম্লান.......ন

বুদ্ধিজীবি
রাজনীতিবিদরা সব খারাপ কিন্তু সব ভালো কাজগুলো তাদেরকেই করতে হবে
নিরাপদ অবস্থানে থেকে ভালো ভালো কথা বলার মধ্যে কোন রিস্ক নাই
তয় ইদানিং রিস্ক একটু একটু দেখা দিতাছে, ইসলামি লেবাসে সেফটি কতটুকু এর উপর সেমিনার/গোল টেবিল করলে কেমন হয়!

টাটা গ্র“প
পাক অগ্নির দোহাই, টা.. টা কইরেন না ভাই
গ্যাস দিমু কয়লা দিমু, তয় এট্টু দরাদরি-ধরাধরি খেলা খেইল্লা লই
ডরাইয়েন না; ওটা শায়েখি বোমা। কাশ্মিরি বোমার কাছে কিছুই না

শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষক তুমি মহিয়ান, অভুক্ত থাকবে তবুও জ্ঞানের আলো রাখবে বহমান

জেএমবি
এখানে বেহেশ্‌তে দাখিলার পাশ পাওয়া যায়, তয় জানখান আমাদের হাওলা করতে হইবো।

দুর্নীতি দমন কমিশন
আছি কী নাই তাও জানা নাই

ছাত্রদল
আমরা সবাই মেধাবী

সরকারি কর্মকমিশন
মেধাবী বটে; তয় আমাগো হেল্প লাগে

সিইসি
বড় ভেজ্জাইল্লা কামই লইয়া ফেলাইলাম

স্বাধীন নির্বাচন কমিশন
স্বাধীনতা কখনও পাই না

পুলিশ
বেতন কম পাই তাই ঘুষ খাই

জনগণ
আমরা হলাম গিয়ে কুত্তার বাই”চা আর ওরা হলো আমাগো মা-বাপ

রাজনীতিবিদ
হ জনগণ ঠিকই তো কয় আমরাই তো তাগো মা-বাপ

সচিব কমিটি
মিটিং মিটিং খেলি

জ্বালানি তেল

ওহে গ্যাস, ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে

র‌্যাব

আল্লার দান

শায়েখ হুজুর আইসা আল্লার দানে ভাগ বসাইয়া ফেলাইলো, তানারে ধর‌“ম না ছার‌“ম বুঝইতে পারতাছি না।

ক্রসফায়ার

এ ফায়ার ক্রস করা যায় না

নাইকো

হাবিয়া দোজগ

দ্রব্যমুল্য

হিরো অব দা ইয়ার

এটিএন বাংলা

আমরাও পারি ডক্টরেট আনতে

বিটিভি

নাচের বাক্স, যেমনি নাচায় তেমনি নাচি

এত খারাপ কন ক্যা? মীনা দেখাই না?

ইরাক

ফেদাইন নহর

সাদ্দাম হোসেন

আশা চাইরেন না, ফেদাইন নহর আছে না।

রমজান মাস

মানথ অব অসংযম আর অপচয়

যায়যায় দিন
বিশ্ব চষে বেড়াই, সোনা/রূপা/ডলার কুড়াই

বিদ্যুৎ
আমার মা-বাপেরে নিয়া এত কামড়া-কামড়ি আর ভাল্লাগে না

জার্মানীর নির্বাচন
ফাদারল্যান্ডে এবার মাদার রুল

১৪ দল
১৪ টি জিরোর আগে যদি একটি যুতসই ওয়াও, থুক্কু, আলিফ লাগাতে পারতাম!

ব্যারিষ্টারস
ব্ল্যাক স্টারস অব পলিটিক্যাল ওয়ার্লড

ক্রিকেট
আমার থেকে সফল কে আছে? দেখান

টুইস ডে গ্রুপ
চেনা চেনা লাগে কিন্তু চিনি না

সংবাদপত্র
একটি অপরিহার্য প্যাচাল
দুঃসংবাদপত্র

ধাবি গ্রুপ
আহলান বহলান সোনার গাঁ দেহলাম
যারগো দিলে লাদেনের ডর নাই তারগো চিন্তা কী

বিমান
পাখা ওঠে পড়িবার তরে আর লস খাইবার তরে

পাকিস্তানের ভূমিকম্প
আসমানি চেতাওনি- বেশি বেশি বোলাও আল্লাহ্ পচন্দ করে না।

টি আই
টেরা আইতে কেবল বাংলাদেশ দেখে

নোভেল পুরস্কার
পুরস্কারের নোভেল্টি লষ্ট

সার্ক
সন্ত্রাস কবলিত দক্ষিণ এশিয়ার সাত সৎ-ভাই
সন্ত্রাসের ফাদারল্যান্ড মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানকে স্বাগত জানাই
শান্তি/সমৃদ্ধির দেশ চিন-জাপানের এসবের মধ্যে কাম নাই

বিচারক হত্যা
আইনের হাত বহুত লম্বা কিন্তু মউতের হাত বড়ই সর্ট

উকিল হত্যা
শায়েখ হুজুর ফরমাইয়াছেন, শয়তানের পুত্র হত্যায় কোন গোনাহ্ নাই

কর্ণেল দিদার
আই এম হিয়ার টু টেল ইউ এ জোক।

ব্রিটেন, আমেরিকা ও আমারদেশ এর টেকনিশিয়ানরা ডিজএ্যাবলদের জন্য আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করছিল। বৃটেন দাবী করলো আমরা এক ডিজএ্যাবলকে এমন কৃত্তিম পা বানিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে খেলে সে বৃটেনের জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন পর্যন্ত হয়েছিল। আমেরিকা সাবমিট করলো, আমরা এমন হাত বানিয়েছি যা দিয়ে হ্যান্ড ডিজএ্যাবল পারসনটি জেবলিন থ্রো করে বিশ্ব রেকর্ড করেছিল।

আমারদেশ এর প্রতিনিধি দেখলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে এরা উন্নত বলে গাঁজাখোরি আবিস্কারের গল্প শুনিয়ে আমাকে বেকুপ বানাতে চাইছে। সেও দ্র“ত চিন্—া করতে লাগলো কি বলে এর প্রতি উত্তর দেয়া যায়। প্রতিক্রিয়ায় তার দেরি দেখে বৃটেন আমেরিকার প্রতিনিধিরা একটু তা”ছল্ল্যের স্বরে বললো,

“হ্যালো মিষ্টার হামার ড্যাশ, ডুঃখ করিও না। টোমার ড্যাশও একডিন হামাডের মট ইনভেন্ট খরিবে। অবকোর্স হামরা টটডিনে আরও কট কি মেক খরিয়া ফেলিবে। হাঁ তুমি ই”ছা করিলে হামাডের আবিস্কারগুলোর নমুনা লইয়া যাইটে ফার।”

এরই মধ্যে আমারদেশ প্রতিনিধি তার গল্পও আবিস্কার করে ফেলেছে। সে গর্বিত ভঙ্গিতে একটু নড়ে চড়ে বসে বললো, সেটার দরকার হবে না বন্ধুরা। আমরা দেশীয় পদ্ধতিতে এমন এক আবিস্কার করে ফেলেছি যার কথা শুনলে তোমাদের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যাবে।

“ও চড়ক গাছ, ইউ মীন ট্রী; ওটা এমন কি! হামরা ক্রস করিয়া যে খোন গাছ টৈয়ার করিয়া ফেলিটে ফারি। দেখনা, হামরা ক্লোন খরিয়া কত হারানো প্রজাটি ফিরাইয়া আনছি।” ওদের চোখে মুখে কৌতুক।

“গাছ নয়, আমি প্রধান মন্ত্রী তৈয়ার করার কথা বলছি”। আমারদেশ’র প্রতিনিধি তাদের থামিয়ে বললেন।

“ও সিলি! প্রধান মন্ত্রী টো হয় ভোটে!” সাদারা প্রতিবাদ করলেন।

“হাঁ; ভোটেই হয়, তবে মস্—িষ্ক প্রতিবন্ধী, আই মীন হেড ডিজএ্যাবল পারসন, থেকে প্রধান মন্ত্রী হওয়ার নজীর কেবল আমারদেশেই আছে।”

“ইউ মাষ্ট বি জোকিং! এ হলি জোক।” অবিশ্বাসের সুরে এ্যাংলো-আমেরিকানরা সমস্বরে বলে উঠলেন।

“নো; ইটস ট্রু।” আমারদেশ প্রতিনিধি দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করলেন।

"টু--টু-ট্রু...! দেন টেল আস এবাউট দীস মিরাকল। উই আর এক্সট্রিমলী ইগার টু নো এবাউট ইট।"

"তাহলে স্থির হয়ে শোন।" আমারদেশ প্রতিনিধি তাদের আশ্বস্থ করলেন। আমরা দুজন মহিলা মস্তিস্ক প্রতিবন্ধী, আই মীন, হেড ডিজএ্যাবলের মাথায় ঝুনা নারকেলের ছোবড়া লাগিয়ে দিয়েছিলাম এবং দুজনই জনগণের ভোটে প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন।

"ও ঝুনা নারিকেল! উই ইউল বাই অল ইয়োর ছোবরা। উই ক্যান্ট একসেপ্ট দীস ডিফিট।" সাদাদের স্বগত উক্তি।